(৪) **ঐতিহ্যবাদী ক্রিয়া** (Traditional Action)—এই প্রকার ক্রিয়া হল সেই প্রকারের ক্রিয়া যা মানুষ আদিকাল থেকেই করে আসছে এবং যার নিয়মন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রথা এবং দেখানোর বা লোকবিধির জন্য হয়। এই প্রকার ক্রিয়ার অনুসরণ এইজন্য করা হয় যে আমাদের পূর্বসুরি-এর পালন করে এসেছেন। উদাহরণস্বরূপ পর্দাপ্রথা, স্বজাতি বিবাহ, বাল্যবিবাহ, উৎকোচ প্রভৃতি প্রথা পালন ঐতিহ্যগতি ক্রিয়ারূপে করা হয়।

ট্যালকট পারসন্সের সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্বঃ প্রেক্ষাপটের ক্রিয়া-কাঠামো
(Social Action Theory Parsons : 'Action Frame of Reference)

পারসন্স সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে তার মতামত সর্বপ্রথম ১৯৩৭ *"The Structure of Social Action"* নামক নিজের পুস্তকে প্রকাশ করেন, এই বইতে তিনি প্যারেটো, ম্যাক্স ওয়েবার, মিলটন প্রভৃতি তত্ত্বেরও উল্লেখ করেছেন এবং সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন।

পারসন্সের তত্ত্ব নির্মাণের নিয়মে সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব কেন্দ্রিক অবস্থায় রয়েছে। সমাজতত্ত্বের তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে পারসন্স একত্রীকরণ বা সংশ্লেষের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তিনি সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্বে উপযোগিতাবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং আদর্শবাদ থেকে বহুকিছু গ্রহণ করেছেন। তার সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব বাস্তবে উপযোগিতা, প্রত্যক্ষবাদ এবং আদর্শবাদের একত্রিত রূপ।

পারসন্স, এই কথার ওপর জোর দিয়েছেন যে সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব প্রধানত এক ঐচ্ছিক (Voluntaristic) ক্রিয়ার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব ঐচ্ছিক এইজন্য কারণ, কর্তা তার লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত বিকল্পের মধ্যে যা তার ঠিক মনে হয় তাকেই গ্রহণ করে। এই প্রকার সামাজিক ক্রিয়ার ঐচ্ছিক তত্ত্ব নিজের মধ্যে উপযোগিতাবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং আদর্শবাদকে সম্মিলিত করেছে।

পারসন্স সমাজকে সামাজিক ক্রিয়ার পরিণাম হিসাবে স্বীকার করেছেন এবং সামাজিক সম্পর্ক সামাজিক ক্রিয়ার জন্য বপৃত হয় কিন্তু 'ক্রিয়ার' অর্থ কি ? এই প্রেক্ষিতে ক্রিয়াকে সংজ্ঞা দিয়ে লেখেন, "ক্রিয়া কর্ম-পরিস্থিতি ব্যবস্থা (Actor-situation System)-এ যার একা কর্তার জন্য সামগ্রিকরূপে ওই গোষ্ঠীর কিছু ব্যক্তির জন্য প্রেরণামূলক গুরুত্ব আছে।"

পারসন্সের এই সংজ্ঞায় সামাজিক ক্রিয়ার তিনটি উপাদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে—কর্তা, পরিস্থিতি এবং প্রেরণা প্রত্যেক ক্রিয়াকে সম্পাদন করবার জন্য কোনও না কোনও কর্তার প্রয়োজন। কর্তা একজন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি হতে পারেন। ক্রিয়া কি প্রকারের হবে ? তা তৎকালীন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। ভিন্ন পরিস্থিতি অনুসারে ক্রিয়াও হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেবলমাত্র কর্তা এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলেও ক্রিয়া হয় না, তারজন্য প্রেরণা প্রয়োজন। কর্তা কোনও উদ্দেশ্য প্রাপ্তি বা প্রেরণা দ্বারা প্রেরিত হয়ে ক্রিয়া করে। প্রত্যেক ব্যক্তি কোনও ক্রিয়া করে কোনও কিছু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বা কোনও কিছু পাওয়ার জন্য ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কাঠামোর ওপর নির্ভর করে।

ক্রিয়া করার প্রেরণা ব্যক্তি নিজের শরীর থেকেই পেয়ে থাকে। নিজের শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তি ক্রিয়া করে। শারীরকি প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য প্রেরণাশক্তি ও প্রচেষ্টাও আলাদা আলাদা হয় ক্রিয়ার সম্পর্ক সামাজিক পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতি সাথে হয় কারণ কোনও ব্যক্তি শূন্য অবস্থায় কাজ করে না কোনও না কোন সমাজ বা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য সামাজিক এবং সংস্কৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকে।

এইভাবে পারসন্সের মতানুসারে, সামাজিক ক্রিয়া ব্যবস্থার তিনটি দিক হয়—ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ব্যবস্থা।

(১) **ব্যক্তিত্ব** (Personality)—প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা, আবেগ এবং আশা তার ব্যক্তিত্ব অনুসারে হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্বের

Scanned with CamScanner

ভিন্নতার জন্য প্রয়াস এবং প্রেরণায় ভিন্নতা আসে। ব্যক্তিত্ব ইচ্ছা এবং আবেগের জন্ম দেয়, তাদের চাহিদা পূরণ করে। তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক ক্রিয়া করা হয়।

(২) **সংস্কৃতি** (Culture)—ব্যক্তির ক্রিয়া একটি সাংস্কৃতিক অবস্থায় ঘটে থাকে। এই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা চিহ্ন এবং সংকেতের সাথে মিলে মিশে গঠিত হয়। যা সামাজিক মিথোস্ক্রিয়ায় বিকশিত হয়। সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সামাজিক ক্রিয়ার অর্থ এবং ভিত্তি প্রদান করে।

(৩) **সামাজিক ব্যবস্থা** (Social System)—সামাজিক ব্যবস্থা তখন উৎপন্ন হয় যখন একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অনেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য সামাজিক মিথোস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। সামাজিক ব্যবস্থায় ভৌতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের গুরুত্ব আছে। সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পর্কে তা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ?

উপরোক্ত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে পারসন্স সামাজিক ক্রিয়া ব্যবস্থাকে ব্যক্তিত্ব কাঠামো, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত রূপে নির্মিত মনে করেন। এই তিনটি ব্যবস্থা ধারাবাহিক ক্রিয়ার ব্যবস্থার অঙ্গ। এই তিনটিই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একে অপরকে প্রভাবিত করে। এদের মধ্যে থেকে কোনও এক জনের অভাবে সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

পারসন্স সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্বকে নিম্নরূপে বিভাজিত করেন—

(১) ব্যক্তি/গোষ্ঠীবন্ধতা/(Actors/Collectivity),

(২) লক্ষ্য (Goals),

(৩) পরিস্থিতি এবং অবস্থা (Situation)—(ক) ভৌত (Physical) (খ) অভৌতিক (Non-Physical)।

(৪) ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অভিমূখন (Actor's Orientation to Situation)—মানদণ্ড এবং মূল্যবোধ (Norms and Values)।

(৫) ব্যক্তির প্রেরণা (Actor's motivation)—(ক) জ্ঞানমূলক প্রেরণা (Cognitive Motivation), (খ) আবেগমূলক প্রেরণা (Emotive Motivation), (গ) মূল্যায়নমূলক প্রেরণা (Evaluative Motivation)।

(ক) মূল্যবোধের অভিমূখ (Value Orientation)—(ক) জ্ঞানমূলক (Cognitive), (খ) প্রশংসামূলক (Appreciative) (গ) নৈতিক (Moral)।

স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তি যখন ক্রিয়া করে তখন তার জন্য অভিপ্রেরণামূলক অভিমূখ (Motivational Orientation) এবং মূল্য অভিমূখ (Value Orientation) উভয় থাকা প্রয়োজন। উভয় সংযুক্ত হলেই উদ্দেশ্য প্রাপ্তি ঘটে। অন্যভাবে, অভিপ্রেরণা এবং মূল্যবোধ ছাড়া কর্তা (Actors) নিজের লক্ষ্য (Goal) পেতে পারে না। এর সাথে আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে সকল ক্রিয়া কোনও নিশ্চিত পরিস্থিতি এবং অবস্থায় ঘটে থাকে।

Scanned with CamScanner